৪৬

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কয়েকটি হাইস্কুলে নানা সমস্যা ॥ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত

বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া ব্যাহত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

রামগড়ঃ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং মানিকছড়ি রাণী নিহারদেবী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক বহু শিক্ষকের পদশূন্য রহিয়াছে। প্রধান শিক্ষকের অভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

রামগড় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় সহকারী প্রধান শিক্ষক এই পদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সম্প্রতি রামগড় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে চারজন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হওয়ার পর বর্তমানে ১টি পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় নাই।

ইহা ছাড়া এই বিদ্যালয়ে পালি বিষয়ে শিক্ষক ও সংস্কৃত বিষয়ে পণ্ডিত শিক্ষকের পদ বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। রামগড় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়টির ছোট শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদের স্থান সংকুলান হয় না। প্রতি বছর ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণী কক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে না। বিদ্যালয়ের অফিস ভবন নাই। প্রধান শিক্ষকসহ অনন্য শিক্ষকদের কোন আবাসিক ভবন নাই। ছাত্রদের জন্য নির্মিত আধা পাকা ঘরটিতে বাধ্য হইয়া শিক্ষকগণ থাকিতেছেন। ফলে ছাত্রাবাসে ছাত্ররা অবস্থান করিতে পারিতেছে না। কোন কোন ক্লাশে ফ্যান ও বাতির ব্যবস্থা নাই।

মানিকছড়ি রানী নিহারদেবী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৮৮ সালে জাতীয়করণের পর হইতে অদ্যাবধি কোন প্রধান শিক্ষক ও বিষয় ভিত্তিক

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

কয়েকটি হাইস্কুলে

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় নাই।

মানিকছড়ি রাণী নিহারদেবী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে মাত্র ৯ জন শিক্ষক, ১ জন কেরানী, ২ জন পিওন ও ১ জন নৈশ প্রহরী নিয়োজিত আছে। এই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক দ্বারা ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় চার শত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করা দুরূহ ব্যাপার। জাতীয়করণ করার পর দীর্ঘ ৯ বছরের মধ্যে সরকারী শিক্ষা নীতিমালা মতে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নাই। এমনকি কর্মরত ৯জন শিক্ষক ৪ জন কর্মচারী নিয়মিত তাহাদের মাসিক বেতনও পায়না বলিয়া জনৈক শিক্ষক অভিযোগ করেন। বিগত বছরগুলিতে অনেক সময় ৬/৭ মাস পর সরকারী বেতন পাইয়াছেন বলিয়া জনৈক শিক্ষক জানান।

ইহাছাড়া মানিকছড়ি রাণী নিহারদেবী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করিতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার পুস্তক বিদ্যালয়ের কক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। লাইব্রেরী কক্ষ ও লাইব্রেরীয়ান এবং পুস্তক রাখার আসবাবপত্রের অভাবে বইগুলি বস্তাবন্দী অবস্থায় আছে। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য পৃথক বিজ্ঞানাগার নাই। অথচ বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর সকল সরঞ্জাম মজুত রহিয়াছে বলিয়া ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস নাই। বাউণ্ডারী ওয়াল না থাকায় গরু-ছাগল প্রবেশ করিয়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করিতেছে।

প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, পৃথক অফিস ভবন নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক মিলনায়তন, শিক্ষকদের ডরমেটরী ভবন নাই।

কুমিল্লাঃ কাজী জহিরুল কাইউম প্রতিষ্ঠিত ফরিদা বিদ্যায়তন শহরের একটি সুনামখ্যাত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য ইহা একটি আশ্রম। দীর্ঘ ৩২ বৎসরেও সরকারীভাবে কোন উন্নয়নের ছোঁয়া না পড়ায় বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক-কর্মচারীর অভাব, স্থানাভাব, শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতাসহ নানা সমস্যা নিত্য দিনের। ১৯৬৪ সালে শহরের কেন্দ্রস্থল কান্দিরপাড় নজরুল এভিনিউতে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বর্তমানে ছাত্রীসংখ্যা সহস্রাধিক। দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা থাকায় বিত্তহীন ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকা ২০ জন।

যাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, অফিস সহকারী মাত্র একজন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ৯, দুইটি সেমি পাকা, একটি দ্বিতল ভবনে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। তাহার উপর রহিয়াছে আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, সামগ্রীর অভাব, খেলার মাঠ খুবই ছোট। পানীয়জলের সংকট এইখানে প্রকট।

শহরের ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ফরিদা বিদ্যায়তন ছাড়া সব কয়টি স্কুলেই সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পাধীনে উন্নয়ন করা হইয়াছে। বিগত সরকারের আমলেও শহরের বেশ কয়টি স্কুল সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পাধীনে উন্নয়ন করা হইয়াছে। এই স্কুলের প্রতি বৈরী ভাবের কারণ অজ্ঞাত।